Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

সঠিক নির্দেশনা বনাম উদ্ভাবন

শায়খপড বই

শায়খপড বুকস, ২০২৫ দ্বারা প্রকাশিত

নির্দেশনা বনাম উদ্ভাবন

প্রথম সংস্করণ। ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫।

শায়খপড বুকস কর্তৃক লিখিত।

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, যিনি আমাদের এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁর পথ আল্লাহ মানবজাতির মুক্তির জন্য বেছে নিয়েছেন।

আমরা সমগ্র শায়খপড পরিবারের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের ছোট্ট তারকা ইউসুফের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ শায়খপড বইয়ের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিতপ্রাণ সহায়তা শায়খপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করুন এবং এই কিতাবের প্রতিটি অক্ষর তাঁর মহিমান্বিত দরবারে কবুল করুন এবং শেষ দিবসে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দিন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং অফুরন্ত দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

কম্পাইলারের নোটস

আমরা এই খণ্ডে ন্যায়বিচার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি, তবে যদি কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় তবে সংকলক ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তার জন্য দায়ী।

এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় আমরা ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে মেনে নিই। আমরা হয়তো অসচেতনভাবে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তা সাদরে গৃহীত হবে। ShaykhPod.Books@gmail.com ঠিকানায় গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বইটিতে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য মেনে চলার গুরুত্ব এবং ধর্মীয় উদ্ভাবন এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনাটি পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সূরা আল বাকারার ২০৮-২০৯ আয়াতের উপর ভিত্তি করে তৈরি:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। কিন্তু তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও যদি তোমরা পিছলে পড়ো, তবে জেনে রাখো যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

আলোচ্য পাঠগুলি বাস্তবায়ন করলে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণে সহায়তা হবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে মন ও দেহের শান্তি ফিরে আসে।

নির্দেশনা বনাম উদ্ভাবন

দ্বিতীয় অধ্যায় – আল বাকারা, আয়াত ২০৮-২০৯

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

কিন্তু যদি তোমরা স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও পিছলে পড়, তবে জেনে রাখো যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

যখন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুমিনদের প্রতি আহ্বান জানান, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্মই হল সেই প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজন ব্যক্তির অর্জন করা প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরষ্কার এবং রহমত লাভ করতে পারে। ঠিক যেমন একটি ফলবান বৃক্ষ কেবল তখনই কার্যকর যখন তা ফল দেয়, তেমনি ঈমান কেবল তখনই কার্যকর যখন তা সৎকর্ম করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

" *হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো...*"

এর থেকে বোঝা যায় যে, একজন মুসলিমকে ইসলামের উভয় অংশ অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসকে একত্রিত করতে হবে, যা বাহ্যিক কর্মকাণ্ড দ্বারা সমর্থিত। এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলিমের সংজ্ঞা হল সেই ব্যক্তি যিনি শারীরিকভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছেন। অতএব, এমন কোনও মুসলিম নেই যে ইসলাম পালন করে না, কারণ ইসলাম পালনে ব্যর্থ হওয়া মুসলিম শব্দের সংজ্ঞারই পরিপন্থী। মূল আয়াতটি মুসলমানদেরকে তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ইসলামের কোন দিকগুলি অনুসরণ করবে এবং কোনগুলি উপেক্ষা করবে তা বেছে নেওয়ার মনোভাব এড়াতে সতর্ক করে। এই ব্যক্তি ইসলামকে একটি আবরণের মতো বিবেচনা করে এবং তাই যখন ইচ্ছা তখনই এটি পরিধান করে এবং খুলে ফেলে। এই ব্যক্তি আল্লাহকে মান্য করে না বা উপাসনা করে না, বরং তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার আনুগত্য করে এবং উপাসনা করে। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"*তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?*"

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের কোন অংশগুলি অনুসরণ করা উচিত এবং কোন অংশগুলি উপেক্ষা করা উচিত তা বেছে নেওয়াকে ঐশ্বরিক ওহীর কিছু অংশে অবিশ্বাস হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও একজন মুসলিম পুরো পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস করার দাবি করতে পারে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৮৪-৮৫:

"আর [স্মরণ করো] যখন আমরা তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, "তোমরা [একে অপরের] রক্তপাত করো না এবং একে অপরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিও না।" তারপর তোমরা সাক্ষী থাকা অবস্থায় স্বীকার করেছ। তারপর, তোমরাই তারা যারা একে অপরকে হত্যা করছো এবং তোমাদের একদল লোককে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছিলে, পাপ ও সীমালঙ্ঘনে তাদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করছিলে। আর যদি তারা তোমাদের কাছে বন্দী হয়ে আসে, তবে তোমরা তাদের মুক্তি দিয়ে মুক্তি দাও, যদিও তাদের বের করে দেওয়া তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশে অবিশ্বাস করো? তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা এমন করে তাদের শাস্তি পার্থিব জীবনে অপমান ছাড়া আর কী হতে পারে? এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে পাঠানো হবে। তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।"

অতএব, যে ব্যক্তি তাদের ইচ্ছানুযায়ী ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ করার বিষয়টি বেছে নেয়, সে উভয় জগতেই কেবল নিজেদের জন্যই অপমান ডেকে আনছে। ইসলামী শিক্ষার সাথে আপোষ করে তারা যে পার্থিব জিনিসপত্র অর্জন করে, তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ, দুর্দশা এবং ঝামেলার কারণ হয়ে উঠবে, এমনকি যদি তারা আনন্দ এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে পারে না। এবং যেহেতু তাদের

মনোভাব তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে, তাই এটি উভয় জগতেই তাদের ঝামেলা, চাপ এবং অসুবিধা আরও বৃদ্ধি করবে। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

যে ব্যক্তি তাদের ইচ্ছানুযায়ী কোন ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করবে বা উপেক্ষা করবে তা বেছে নেয়, সে তাদের শপথপ্রাপ্ত শত্রু শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, কারণ সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে এই ধরণের আচরণ করেছিল, যখন সে মহান আল্লাহ পাকের পবিত্র নবী আদম (আঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

যে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, সে ইহকাল বা পরকাল উভয় স্থানেই কখনও মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণের আরেকটি দিক হল, যখন কেউ এমন ধর্মীয় উদ্ভাবন অনুসরণ করে যা দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের মধ্যে নিহিত নয়: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হয়, এমনকি যদি তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবুও তারা দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের উপর তত কম কাজ করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদিসে সতর্ক করে বলেছেন যে, যে কোনও বিষয় যা এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন। প্রকৃতপক্ষে, আলোচিত মূল আয়াতটি বিশেষভাবে তখন নাযিল হয়েছিল যখন একদল সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, যারা পূর্বে ইহুদি বা খ্রিস্টান ছিলেন, তাদের পূর্বের ধর্মের শিক্ষা অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন যা ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না। তাফসির আল কুরতুবী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৩১-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পড়ে যাবে এবং এমন আধ্যাত্মিক অনুশীলন করতে শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং

মহাবিশ্ব সম্পর্কে এমন জিনিস বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণী তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। অধ্যায় ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

২০৯ নং আয়াতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়াতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস শেখা এবং তার উপর আমল করাই মূল চাবিকাঠি। যে ব্যক্তি যত বেশি এটি করবে, তত বেশি তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এর ফলে শয়তানের হাত থেকে সুরক্ষা এবং উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ হবে। ১৫ নং সূরা আল হিজর, আয়াত ৪২:

"নিশ্চয়ই, আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না, কেবল পথভ্রষ্টদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে।"

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

এবং ৫ম অধ্যায় আল মায়িদাহ, ১৫-১৬ আয়াত:

"...তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নূর এবং একটি স্পষ্ট কিতাব এসেছে। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টির অনুসারীদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ২০৯:

" *কিন্তু যদি তোমরা স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেও পিছলে যাও..."*

অতএব, কোন ব্যক্তিরই কোন অজুহাত নেই, কারণ পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট প্রমাণ এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস মানবজাতির জন্য প্রদত্ত এবং আজকের যুগে অধিকাংশ মানুষের কাছে সহজেই সহজলভ্য। যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর আমল করা উপেক্ষা করে, সে মহান আল্লাহর ক্ষমতা থেকে রেহাই পাবে না এবং উভয় জগতেই তাদের পছন্দ এবং কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে। এটি একটি প্রধান কারণ যে অনেক মুসলমান মানসিক শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হয় যাতে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ, মহানকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যবহার করতে পারে। যেহেতু মহান আল্লাহ, তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তারা কখনও মানসিক শান্তি পাবে না। সূরা ৫৩ আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ২০৯:

"কিন্তু যদি তোমরা স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেও পিছলে যাও [অর্থাৎ, বিচ্যুত হও], তাহলে জেনে রাখো যে আল্লাহ পরাক্রমশালী..."

কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তাই তিনিই একমাত্র মানুষের জন্য শয়তান এবং তার নানাবিধ ফাঁদ থেকে সুরক্ষা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যাতে মানুষ মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে। এই আচরণবিধি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি। অতএব, একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, কারণ তারা জানেন যে এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, একজন মানব ডাক্তার ভুল করতে পারেন যেখানে মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ, এবং তিনি যা নির্দেশ করেছেন তা গ্রহণ এবং তার উপর কাজ করলে উভয় জগতেই কেবল মানসিক শান্তি এবং সাফল্য আসবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৯:

"কিন্তু যদি তোমরা স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও পিছলে যাও [অর্থাৎ, বিচ্যুত হও], তাহলে জেনে রাখো যে আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

এবং অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ৫৭:

"হে মানবজাতি, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এবং অন্তরের রোগের আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত এসেছে।"

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

500+ FREE English Books & Audiobooks / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

YouTube: https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

AudioBooks, Blogs, Infographics & Podcasts: https://shaykhpod.com/

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
অডিওবুকস : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
পডওম্যান: https://shaykhpod.com/podwoman
পডকিড: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts

লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে প্রতিদিনের ব্লগ এবং আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন: http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকের ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod